বাঙালির বইপড়া

পুস্তকপ্রেমীদের বার্ষিক

একটি জাতীয় প্রকাশনা

তৃতীয় সংকলন । ২০২৪

স ম্পা দ ক

জাহিরুল হাসান

আ বে দ ন

মাসে অন্তত একটি পছন্দের বই কিনুন ও পড়ুন। অনলাইনে পড়া বা সোশ্যাল মিডিয়ায় পড়া, বই হাতে নিয়ে পড়ার বিকল্প নয়। অভিভাবকদের বই পড়তে দেখলে শিশুদেরও বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। সবাই বই পড়লে দেশ হবে 'রিডিং নেশন'। 'রিডিং নেশন' থেকেই হওয়া যায় 'লিডিং নেশন'। বাঙালি জাতির বইপড়ার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে ও শক্তিশালী করতে আসুন সবাই হাত মেলাই।

লিইবার ফিয়েরা

বিষয়

সম্পাদকের চিঠি ৭
সম্পাদকের বার্তা ৯

মূল ভাব

১১ **বিষ্ণু সামন্ত**
বাঙালির তুমি বই

১২ **শ্যামলকান্তি দাশ**
সেদিনের বইগুলি

আদিমতা

১৪ **সলিল চট্টোপাধ্যায়**
এলাম আমরা কোথা থেকে

বইভ্রমণ

২১ **অর্ক চৌধুরী**
দু' হাজার বছর আগের একটি বইয়ের খোঁজে

বঙ্গবিশ্ব

২৯ **প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়**
প্রাচীনকালে গ্রিক বণিকরা আসতেন বাংলার তিলপিতে

আরবপ্রতিভা

৩১ **তরুণকুমার ঘটক**
ইউরোপের রেনেসাঁসেরও আগের এক রেনেসাঁস

ভারতবিদ্যা

৩৫ **শ্যামল চক্রবর্তী**
সুলতান মাহমুদের আক্রমণ ভালো চোখে দেখেননি আল-বেরুনি

মানব-সম্মিলন

৪১ **কুমার রাণা**
ইউরোপীয়রা আসার আগে ভারত

অনুবাদ

৪৫ **সুপর্ণা দেব**
আওরংজেবের সময়ের এক অবাধ্য কবি

ভাষাসেবা

৫০ **নীলাঞ্জন হালদার**
বাংলায় ইউরোপীয় বণিক ও মিশনারি আগমন

ভারতবন্ধু

৫২ **আশিসকুমার দে**
ডেভিড হেয়ার : ২৫০তম জন্মবর্ষের দ্বারপ্রান্তে

কবিপ্রণয়িণী

৫৪ **শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়**
মাইকেল ২০০ : প্রসঙ্গ রেবেকা ও হেনরিয়েটা

পত্রিকাবিপ্লব

৫৯ **রবিন পাল**
কল্লোল : চিরস্মরণীয়ত্বের উপকরণ কিছু কম নেই

সংরক্ষণ

৬৩ **অরুণ মুখোপাধ্যায়**
কীভাবে কল্লোল সংকলন হল

শ্রেণিবৈষম্য

৬৬ **প্রেমচাঁদ বৈরাগী**
কল্লোলের তৎপরতাও নবজাগরণের প্রবাহ থেকেই

প্রাসঙ্গিকতা

৭১ **পুরুষোত্তম সিংহ**
প্রেমেন্দ্রের তখন ১৯, অচিন্ত্যের ২০

ইতিকথা

৭৪ কল্লোল: সময় সারণি

নির্মাণকাহিনি

৭৭ **রঙিলী বিশ্বাস**
দ্য সারক্রস গ্রাস— একটি লিখন-যাত্রা

গল্পরীতি

৮৫ **সাধন চট্টোপাধ্যায়**
সত্তরের পর বিষয়ের বিবর্তনই বাংলা গল্পের ইতিহাস

দেশগড়া

৯০ **স্বপ্নময় চক্রবর্তী**
মানুষের কাছে কীভাবে পৌঁছাতে হয়

ভিন্নধারা

৯৪ **শুভ চক্রবর্তী**
পাল-সেন দ্বন্দ্ব: ইতিহাস থেকে জীবনে

মৈত্রী

১০০ **বিপুল দাস**
আকবর ও বীরবল: আশ্চর্য এক সম্পর্ক

ইতিহাস

১০৬ **স্বপন পাণ্ডা**
দাস্তানগোই: কথকতার রোশনাই

সম্পর্ক

১০৯ **অভ্র ঘোষ**
কথাসাহিত্যিকের জীবন ও এক অসামান্য নারী চরিত্র

প্রতিবিম্বন

১১৪ **বিষাণ বসু**
অজিত সিং-এর চোখে বদলে যাওয়া বাংলা

গ্রামকথা

১১৮ **আফরোজা খাতুন**
একটি মুসলিম কৃষিজীবিপ্রধান জনগোষ্ঠীর কাহিনি

শৃঙ্খল

১২২ **অনির্বাণ রায়**
যে মেয়ে পাশবালিশ হতে চায়নি

প্রতিরোধ

১২৮ **মোঃ আব্দুর রশীদ**
কাহিনির মোড়কে বাংলাদেশের সমাজ-ইতিহাস

আলাপ

১৩৭ **হরিশংকর জলদাস**
‘আমি লিখি সাধারণ মানুষের শ্রমঘামের গল্প’

সাবঅল্টার্ন

১৫২ **মঈন শেখ**
সাধারণের পাঠ অভিলাষ— বাংলাদেশের হৃদয় হতে

সাংবাদিকতা

১৫৯ **প্রশান্ত ভৌমিক**
বাংলাদেশের ‘আলো’: পত্র-পত্রিকা ও বই

বিতর্ক
যে বই সবাই পড়ছে, তা না পড়লেও চলে

১৬১ বিপক্ষে: **নীলিম গঙ্গোপাধ্যায়**

১৬৩ পক্ষে: **সংযম পাল**

বিভুঁই

১৬৬ **অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়**
তামিল নিম্নবর্ণরা ভয় পেয়েছিল স্বরাজের দাবিতে

ভাষাহারা

১৭২ **মানিক দাস**
অসমের বাঙালি কবি: বেদনা ও অভিমান

ইতিহাসবিচার

১৭৬ **কুমার অজিত দত্ত**
বাংলা বিভাগ নিয়ে তৎকালীন কথাশিল্পীরা কেন নিরাসক্ত ছিলেন

অনুপ্রেরণা

১৮২ **অপু দাস**
লেখকের পড়া: যেখান থেকে শক্তি পান

মরুপথে

১৮৬ **প্রবুদ্ধ বাগচী**
অকালে ঝরে-যাওয়া ‘ছিন্ন শির’ ছেলেমেয়ে

জীবজগৎ

১৯০ **পরিমল ঘোষ**
মানুষ ও পশুসমাজের সম্পর্ক নিয়ে পুনর্বিবেচনা

পশুবিদ্যা

১৯৪ **অনুরাধা রায়**
নিজেদের মধ্যে হানাহানি আর প্রকৃতিকে মনহীনভাবে শোষণ

অতিপ্রযুক্তি

২০০ **ঋতপ্রভ বন্দ্যোপাধ্যায়**
কেন্দ্র থেকে প্রান্তে চলে আসে মানুষ

পুরস্কার

২০৪ **বিশ্বজিৎ পাণ্ডা**
ভূয়োদর্শী জনহিতৈষী প্রতিবাদী এক কথাসাহিত্যিক

জেলা

২১০ **প্রকাশ দাস বিশ্বাস**
মুর্শিদাবাদ জেলায় বই ও পত্রপত্রিকা ছাপার ইতিহাস

বিশেষ ক্রোড়পত্র

২১৭ অন্তঃপুরের মহিলাদের বইপড়া

উপস্থাপন

২১৮ **তৃষ্ণা বসাক**
মেয়েদের বইপড়া— অস্ত্র ও উপশম

ঠাকুমা-দিদিমা

২২৪ **শাশ্বতী লাহিড়ী**
পড়শি মেয়ে-বউদের নিয়ে গল্পপাঠের আসর

প্রবাসে

২২৭ **কবিতা মিত্র**
শুধু বইপড়া নয়, তারা দেখাও

বইবেলা

২২৮ **দীপা মুখোপাধ্যায়**
দেয়াল আলমারি ভর্তি বই

বইস্মৃতি

২৩০ **সুরঙ্গমা ভদ্র**
আমার পড়ুয়া মায়ের তৃপ্ত মুখ

বইসংসার

২৩২ **কুন্তলা ঘোষ**
পড়াটা ছিল পরিবারের যাপনের মধ্যে

মুসলিমবাড়ি

২৩৭ **মনিরা বেগম**
একটি বই— যার নাম আমার মায়ের নামে

গ্রন্থাগার

২৪০ **মধুসূদন চৌধুরী**
আজকের মেয়েদের বইপড়া

অ-শেষ

২৪৩ **দেবকুমার সোম**
সাহিত্যের স্বপ্নময়তা

২৪৪ আলোচিত বইয়ের তালিকা

সম্পাদকের চিঠি

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

আপনাদের মতোই সম্পাদক নিজেও আগে পাঠক, পরে সম্পাদক। সব লেখাই তাকেই প্রথম পড়তে হয়েছে। তাই সম্পাদকের বদলে একে প্রথম পাঠকের চিঠিও বলতে পারেন।

তার মানে হল, এখানে আমরা সবাই পাঠক। আপনাদের সঙ্গে কিছুটা ভাগ করে নিচ্ছি সেই প্রথম পাঠের আনন্দ, যা এর প্রতিটি লেখাই আমাকে দিয়েছে। তবে শুধু তো পাঠ নয়, উদ্যোগ এবং আয়োজনের উৎকণ্ঠাময় প্রতীক্ষাও সেইসঙ্গে জড়ানো, যা শুধু আমাদেরই।

একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক আপশোশ করছিলেন যে, তিনি আন্ডার-রেটেড, মানে যতটা সুনাম বা প্রচার তাঁর পাওয়া উচিত ছিল তা তিনি পাননি। জবাবে কিছু না ভেবেই বলে ফেলি, 'আমাদের বাঙালির বইপড়া-ও তো তা-ই।' এরপর তিনি যা বললেন তা রীতিমতো দমিয়ে দেবার মতো, 'না, আপনাদের কাগজ রেটেড-ই নয়।'

আর, জিজ্ঞেস করিনি যে, রেট কারা করেন? কারণ, বিষয়টা একটু বুঝি তো! বাংলা সাহিত্য বা বাংলা বইয়ের পক্ষে এ কোনো সুস্থ পরিস্থিতি নয় যে, তার দর বেঁধে দেবে প্রভাবশালী মহল। সেখানে ক্ষুদ্র উল্লেখ বা সামান্য প্রশংসা থাকা মানেই উচ্চাঙ্গের প্রকাশনা। এটা তো ঠিক করবেন পাঠক আপনারা, আর ঠিক করবেন সহৃদয় রসজ্ঞ আলোচকেরা। তা ছাড়া, কোন বই আলোচনা হবে, সেটা নির্ণয় করার মধ্যেও থাকতে পারে তোষণ ও ক্ষমতার নানা খেলা।

বাঙালির বইপড়া চায়, বই-অনুরাগী বাঙালির কাছে গ্রন্থজগতের সেরা নিদর্শনসমূহ এবং এসবের সঙ্গে যুক্ত অসামান্য ভাবনাগুলিকে তুলে ধরতে, মান্য আলোচকদের নিজস্ব মূল্যবান সংযোজন-সহ। বই এবং সাহিত্যের স্বার্থে, এটা যৌথতার সময়। আমার নয় আমাদের, এইভাবে ভাবা দরকার, যদি মুদ্রিত অক্ষর ও তাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা সৃজনসম্ভারকে রক্ষা করতে হয়।

সম্পাদক নয়, একজন সহ-পাঠক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বিনীত প্রার্থনা— কোনো শংসাপত্র নয়, পড়ে আমাদের কাজের চাঁচাছোলা সমালোচনা করুন, চিঠি দিন। তবে, গুণী লেখকদের তরফে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি, পড়বার এবং ভাববার মতো প্রচুর বিষয় পাবেন তাঁদের লেখায়, যা নিয়ে আপনাদের তরফেও অনেক কথা যোগ করা যায়, সমর্থনে বা বিরুদ্ধে।

২

২০২৩-এর পর এবার ২০২৪। ভয় ছিল, ২০২৩ এতটাই সমৃদ্ধ হয়েছিল কৃতী লেখক সমাবেশে, ভাবসম্পদে ও বিষয়বৈচিত্র্যে, যে পরের সংখ্যার পক্ষে তাকে অতিক্রম করা দূরের কথা, ছোঁয়াই কঠিন হবে। তাই বলে, থেমে যাওয়া তো যায় না। পুরো ব্যাপারটা শুরু করে শেষ করতে আমাদের ছ'মাসের মতো সময় লাগে, কাজ হয় পেশাদারি দক্ষতায় কিন্তু পেশাগত ভাবে নয়। লিটল ম্যাগাজিনের মতোই স্বপ্ন দেখা থেকে শুরু, তারপর লেখকনাম ও বিশেষ বিষয় চয়ন, চিঠি দিয়ে লেখা আমন্ত্রণ, হাতে লেখা হলে কম্পোজ করা, একে-একে চলে প্রুফ দেখা-কপি এডিটিং, পেজ ভিশুয়ালাইজ করা, ছবি সংগ্রহ, আর্টিস্ট যিনি পেজ সেটিং করবেন তাঁর সঙ্গে প্রতিটি লেখার আলাদা ভাবে আইডিয়া শেয়ার করা ইত্যাদি খুঁটিনাটি অনেক কিছু।

বই বিষয়ক প্রকাশনা বলতে সাধারণত মনে করা হয় বই-আলোচনা। কিন্তু তা কেন? বই এমন এক জিনিস যা গোটা বিশ্বকে ধারণ করতে পারে; সৃষ্টির আদি থেকে যা কিছু ঘটে চলেছে পৃথিবীতে, প্রাণীজগতে, মানবসমাজে— ইতিহাস-জ্ঞানবিজ্ঞানের কিছুই বাদ নেই বইয়ের আওতা থেকে। এর কালগত, ভাষাগত বা ভৌগোলিক সীমানা বলে কিছু হয় না। তা ছাড়া, বই নিষ্প্রাণ বাঁধানো ছাপা কাগজের সারি মাত্র নয়, হাতে নিলে অনুভবী পাঠক এর স্পন্দন পান, বিশেষ করে বাঙালির বইপড়ার মতো একটি সংকলনের, যা অনেক মানুষের চিন্তাভাবনা ও সৃষ্টিশীল শ্রমের ফল। তাই বই-আলোচনার বেলায়ও, আসল হল ভাবনা এবং এই ভাবনাগুলির পিছনে যে মানুষেরা আছেন মেধা এবং শ্রম দিয়ে, চিন্তা ও সৃজনশীলতার যে দীর্ঘ পরম্পরা, বাঙালির চিরকালীন সংস্কৃতিচর্চা, এই সব কিছু নিয়েই বাঙালির বইপড়া।

প্রতি বছর বইমেলায় এই সংকলনখানি প্রকাশ করি আমরা, তার ঠিক আগের মুহূর্তে পৌঁছে মনে হচ্ছে একটা সফর শেষ করে আর-একটার পরিকল্পনা এখন থেকে শুরু করে দেওয়া যায়, এতই উপভোগ্য হয় প্রতিটি সফর আমাদের জন্য এবং বিপরীত দিক থেকে, আশা করি পাঠক আপনিও সেরকমই বোধ করবেন। ২০২৩-এ যেখানে শেষ করেছিলাম— হরপ্পা-মহেন-জো-দারো, কে জানত ঠিক সেখান থেকেই এবারে শুরু করতে হবে। আমাদের লেখক শুধু মাটির তলার রহস্যই নয়, সেই সূত্রে রক্তের অন্তর্গত রহস্যকেও গ্রন্থপাঠের দ্বারা বুঝতে চেয়েছেন; আর এইভাবে পৌঁছে গেছেন সত্তর হাজার বছর আগের বিশ্বব্যাপী মানব পরিযানে।

আমরা সাধারণত লেখককে বলি না কোন বই আলোচনা করতে হবে, কারণ আমরা আলোচনার জন্য বই আহ্বান করি না, লেখক নিজেই বই নির্বাচন করেন। সার্বিক পরিকল্পনা একটা থাকে ঠিকই, কিন্তু সেটা খুব আঁটসাঁট নয়। এর ফলে হয়-কি, গোটা সফরে আমরা যারা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত, আমাদের জন্য মোড়ে মোড়ে অপেক্ষা করে থাকে অনেক মধুর বিস্ময়, ভাঁজগুলো একে-একে খুলতে থাকে, আকস্মিক প্রকাশ ঘটতে থাকে বহু জ্ঞানগর্ভ চেতনাসঞ্জাত বিষয়ের।

এটাই আমরা মনে করি, আমাদের এই সম্পাদনাকর্মের সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার। কে জানত, ২০২৪-এর এই সংখ্যা প্রায় হয়ে উঠবে বিশ্ব ও ভারতের আদিম কাল থেকে আধুনিক কালের আলগা-বোনা এক ইতিহাস! লেখাগুলো সেভাবে পরিকল্পনা করা হয়নি, কিন্তু সংগ্রহ হবার পর বিষয়ের সমতা লক্ষ করে সাজানো হয়েছে কালানুক্রমে। সম্পাদক হিসেবে এ ছিল আমার পক্ষে এক শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা। ভাবনা, জ্ঞান ও তথ্যে এমনই ঠাসা যে মনে হবে, যেন এক ক্ষুদ্র জ্ঞানকোষ।

৩

২০২৩ নিশ্চয় শিখর ছুঁয়েছিল, তা হলেও একটা চাপা আক্ষেপ থেকে গিয়েছিল। সেটা এই যে, লেখক বা বিষয়, কোনো কিছুই জনসংখ্যার সমানুপাতে হয়নি। এর কারণ, কী বইপড়া কী লেখালেখির ক্ষেত্রে, লিঙ্গসাম্য বা সম্প্রদায়গত সাম্য সমাজেই নেই, তো আমাদের সংকলনে আসবে কী করে! তবে এবার চেষ্টা করেছি যেটুকু পারা যায় ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে। সেটা যদি দয়া হয় তবে অন্য কারো প্রতি নয় নিজেদের প্রতিই; বইসংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে, আগের সুসময় ফিরিয়ে আনতে, বইদুনিয়ার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে, এর প্রয়োজন আছে। অর্ধেক আকাশ বা সিকি আকাশ, কিছু যেন বাদ না যায় অন্তর্ভুক্তি বা চর্চা থেকে, বইয়ের জন্য গোটা আকাশই আমাদের কাম্য।

শুভেচ্ছা নেবেন। ২০২৪ সাল আপনার ও আপনাদের জন্য মঙ্গলময় হোক।

বিনীত